ট্রান্স ওয়ার্ল্ড রেডিও পুরুষদের জন্য প্রার্থনা ক্যালেণ্ডার, ফেব্রুয়ারী ২০২৪

১।রুপান্তরণ – "আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মনের নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও..." (রোমীয় ১২:২)।আমাদের জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং চিন্তাধারা হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি এবং পছন্দগুলির ফল। প্রার্থনা করুন যাতে আপনার খ্রীষ্টে বিশ্বাস এবং বাক্যের প্রতি আপনার বশীভূত হওয়ার বিষয়টি যেন আপনার পরিবার এবং সমাজে আপনাকে তাঁর এজেণ্ট তৈরী করে।

২।সন্তুষ্টি – "কেননা আমি যে অবস্থায় থাকি, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে শিখিয়াছি" (ফিলিপীয় ৪:১১খ)।ঈশ্বরকে অবগত হওয়া এবং তাঁর ক্ষমতায়, প্রজ্ঞায়, এবং তত্ত্বাবধানে বিশ্বাস করা আমাদের সঙ্গে আমাদের চারিদিকে যা কিছু ঘটে তার মধ্যে আমাদের শান্তি এবং আস্থা দান করে।

৩।বিশ্বাস করা – "তুমি সমস্ত চিত্তে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস কর, তোমার নিজ বিবেচনায় নির্ভর করিও না; তোমার সমস্ত পথে তাঁহাকে স্বীকার কর; তাহাতে তিনি তোমার পথ সকল সরল করিবেন" (হিতোপদেশ ৩:৫,৬)।জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে প্রভুর কাছে আমাদে হৃদয় এবং ইচ্ছাকে সমর্পণ করা। প্রার্থনা করুন যাতে আপনি এমন একজন পুরুষ হতে পারেন যে সম্পূর্ণরূপে প্রভুকে বিশ্বাস করে।

৪। আশীর্ব্বাদগুলির সহভাগিতা – "...তোমার হস্তের সমস্ত কর্মে আশীর্ব্বাদ করিতে সদাপ্রভু আপনার আকাশরূপ মঙ্গল-ভাণ্ডার খুলিয়া দিবেন" (দ্বি:বি: ২৮:১২)।আপনি যদি আপনার জীবনে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের প্রাচুর্যতার অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকেন, তাহলে তা কেবল আপনার নিজের জন্য রেখে দেবেন না।তাঁকে গৌরব দিন এবং যারা আপনার পথ দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের সঙ্গে আশীর্ব্বাদটি সহভাগিতা করুন।

৫। শিক্ষা গ্রহণ করা – "যে বাক্যে মন দেয়, সে মঙ্গল পায়; এবং যে সদাপ্রভুতে নির্ভর করে, সে ধন্য" (হিতোপদেশ ১৬:২০)। আপনার অনুধ্যানের সময়ের বিষয়ে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন এবং ঈশ্বরের বাক্যের লোক হন। এটি আপনার জীবনে শান্তি, আনন্দ এবং প্রজ্ঞা লাভের নিশ্চিত পথ হবে এবং আপনি অন্যদের কাছে আশীর্ব্বাদের ঝর্ণা হবেন।

৬।নিশ্চিন্তে ঘুমানো – "সদাপ্রভুর ভয় জীবনে লইয়া যায়, যাহার তাহা আছে, সে তৃপ্ত হইয়া বসতি করে, অমঙ্গল তাহার নিকটে যায় না" (হিতোপদেশ

১৯:২৩)।আমরা আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে যত অধিক জানবো এবং সম্ভ্রম করবো আমাদের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলো তত কমে যাবে।তাঁর মধ্যে আমাদের প্রাণের বিশ্রাম হচ্ছে আমাদের মন এবং দেহেরে জন্য একটি শক্তিশালী আরোগ্যের এজেণ্ট।তাঁর মধ্যে আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি।

৭। সত্য ধন – "অতএব তোমরা যদি অধার্ম্মিকতার ধনে বিশ্বস্ত না হইয়া থাক, তবে কে বিশ্বাস করিয়া তোমাদের কাছে সত্য ধন রাখিবে"(লূক ১৬:১১)? ঈশ্বরের লোক হিসাবে আমরা এই জগতের দায়িত্বশীল নাগরিক হওয়ার জন্য আহূত হয়েছি এবং সমাজের মঙ্গলের উদ্দেশে আমরা যেন আমাদের দৃষ্টান্তের অবদান রেখে যাই।ঈশ্বর আমাদের বিশ্বস্ততাকে অনন্তকালীন আশীর্ব্বাদসহ পুরস্কৃত করবেন।

৮। ঈশ্বরের সঙ্গে সংস্পর্শের মধ্যে – "আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু" (যাত্রা ২০:১)। খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা ইস্রায়েলের প্রতি প্রদত্ত ঈশ্বরের একই প্রতিজ্ঞাগুলির অধিকারী হই। আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লাভ করতে পারি এবং তাঁর সঙ্গে অবিরত যোগাযোগ রাখতে পারি।এই জগতে এই ধরণের সুযোগের সমান আর কোনও সুযোগ নেই।

৯। সহভাগিতা – "আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু" (যাত্রা ২০:১)। ঈশ্বর আমার দিকে ঘোরেন।তিনি আমাকে সেই সমস্ত বিষয়গুলো থেকে মুক্ত করতে চান যে বিষয়গুলো আমার সামনে বাধা সৃষ্টি করে, কারণ তিনি আমাকে ভালোবাসেন। তিনি তাঁর ভালোবাসার প্রতি আমার সাড়াদানের জন্য অপেক্ষা করেন, কারণ তিনি আমাকে মূল্য দেন এবং আমার সঙ্গে সহভাগিতা করতে চান।

১০। আমার প্রতিবাসীকে ভালোবাসা – "আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু" (যাত্রা ২০:১)।ঈশ্বর যেভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করেন তিনি চান আমিও যেন অন্যদের সঙ্গে তদ্রুপ ব্যবহার করি। তাঁর মধ্যে আমি আমার সম্পর্কের নবায়নের প্রেরণা এবং শক্তি খুঁজে পাই।এই ভাবে আমি একজন শান্তির মানুষে পরিণত হই এবং আমার প্রতিবাসীদের কাছে আশায় পরিণত হই।

১১। একান্ত – "আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু"(যাত্রা ২০:১)। টাকা পয়সা, ধনদৌলত, অথবা অন্য কোনও কিছু ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আনুগত্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে না। তিনি আমাদের একান্ত ভক্তি চান। সমস্ত উত্তম উপহার তাঁর কাছ

থেকে আসে এবং তিনি আনন্দের সঙ্গে আমাদের সমস্ত প্রয়োজনগুলি সর্বদা আমাদের যোগান দেন।

১২।প্রতিমূর্তি – "আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু"(যাত্রা ২০:১)। একজন পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের বিবাহ হচ্ছে আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর যে সম্পর্ক চান তার প্রতিমূর্তি। একজন পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে একটি নতুন জীবন জন্ম গ্রহণ করে, সেইভাবে ঈশ্বরও তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের মাধ্যমে নতুন আত্মিক জীবনের জন্ম দিতে চান।

১৩।নমনীয়তা – "মনুষ্যের মন আপন পথের বিষয় সঙ্কল্প করে; কিন্তু সদাপ্রভু তাঁর পাদবিক্ষেপ স্থির করেন" (হিতোপদেশ ১৬:৯)। সদাপ্রভু আমাদের উপর যে সমস্ত সম্পদের ভার অর্পণ করেছেন সেই বিষয় পরিকল্পনা করা এবং দায়বদ্ধ হওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।কিন্তু নমনীয় হন! কেবল সদাপ্রভু সর্বজ্ঞ। তিনি যদি আপনার পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ করার পরিকল্পনা করেন এবং আপনাকে নতুন পথ দেখান তাহলে তাঁর সার্বভৌম শক্তির বশীভূত হন।

১৪।ধন – "কিন্তু স্বর্গে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় কর...কারণ যেখানে তোমার ধন, সেইখানে তোমার মনও থাকিবে" (মথি ৬:২১)।এটা সত্যিই খুবই গভীর বিস্ময়ের ব্যাপার যে বছরের পর বছর লোকেরা কত ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত করে।নিশ্চিত হন যে যেদিন আপনি টাকা দিয়ে কেনা যায় এমন সমস্ত বিষয়গুলো ছেড়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন সেদিন আপনার জন্য স্বর্গে যেন প্রতীক্ষিত সম্পদ থাকে।

১৫।সংকট – "সমুদ্রের মধ্যে তোমার পথ ছিল, বহু জলরাশির মধ্যে তোমার মার্গ ছিল, তোমার পদচিহ্ন জানা গেল না" (গীত ৭৭:১৯)। ঈশ্বরের পথগুলো এবং কাজকর্মগুলো পূর্ণরূপে বুঝতে পারা অসম্ভব।তিনি ঈশ্বর এবং আমরা মানুষ। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন এবং সেই কারণে জীবনের অস্থিরতার মধ্যে আমরা তাঁর উপর আস্থা রাখতে পারি।মনে রাখবেন, কোনও সঙ্কট তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে নেই।

১৬। অহঙ্কার – "অহঙ্কারে কেবল বিবাদ উৎপন্ন হয়;কিন্তু যাহারা পরামর্শ মানে, প্রজ্ঞা তাহাদের সহবর্তী" (হিতোপদেশ ১৩:১০)।মানুষের অন্তরের মূল পাপ হচ্ছে অহঙ্কার।অহঙ্কার অন্যদের বিরুদ্ধে এবং স্বয়ং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিজেকে বড় করে

তোলে।এমন একটি হৃদয়ের জন্য প্রার্থনা করুন যা আত্মার পরিচালনার কাছে নম্র এবং সংবেদনশীল হবে।এটি হচ্ছে মানুষের পক্ষে সব থেকে উত্তম।

১৭। ঈশ্বরের চমক (বিস্ময়) – "আমার জন্য মানরজ্জু মনোহর স্থানে পড়িয়াছে, আমার অধিকার আমার পক্ষে শোভাযুক্ত" (গীত ১৬:৬)। বিবাহের পাত্র যেমন তার পাত্রীকে সবথেকে উত্তম এবং সৌন্দর্য্যের সঙ্গে চমক দিতে চায়, সেইভাবে প্রভু যারা তাঁকে প্রেম করে তাদের বিষয় চিন্তা করেন। তিনি আপনাকে যা কিছু দিয়েছেন এবং জীবনে যা কিছু প্রকৃত মূল্যবান এবং সুন্দর সেই সব বিষয়গুলো হৃদয়ে পোষণ করতে সক্ষম হওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন।

১৮। উত্তরাধিকার – "সৎ লোক পুত্রদের পুত্রগণের জন্য অধিকার রাখিয়া যায়; কিন্তু পাপীর ধন ধার্ম্মিকের নিমিত্ত সঞ্চিত হয়" (হিতোপদেশ ১৩:২২)। শিশুদের উত্তম অনুকরণযুক্ত আদর্শের প্রয়োজন। প্রার্থনা করুন যেন আপনি এমন একজন পুরুষ হতে পারেন যিনি তাঁর ব্যবহার, পছন্দগুলো,এবং প্রাধান্যগুলির মাধ্যমে স্পষ্টরূপে ঈশ্বরকে এবং তাঁর পরিবারকে ভালোবাসেন।আপনার চরিত্র আপনার পরিবারকে অনুপ্রাণিত করুক।

১৯।আপনি একা নন – "আপনি যখন অন্যদের কাছে যীশুর সম্পর্কে বলেন, তখন আপনার কথা বলার সময় ত্রিত্ব ঈশ্বর আপনার সঙ্গে থাকেন।ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে তিনি যুগের শেষ অবধি আপনার সঙ্গে থাকার বিষয় প্রতিজ্ঞা করেছেন।"...আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি" (মথি ২৮:২০)।

২০।শক্তিশালী প্রার্থনা – আজ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন যে আপনি যখন অন্য কোনও ব্যক্তির উপর হস্তার্পণ করেন এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করেন, তখন আপনি পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার ক্ষমতায় প্রার্থনা করেন।"তাহাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করিবে, এবং প্রভু তাহাকে উঠাইবেন; আর সে যদি পাপ করিয়া থাকে, তবে তাহার মোচন হইবে" (যাকোব ৫:১৫)।

২১। আমাদের এক তৃতীয়াংশ – সারা পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক যীশুকে জানে না এবং এমনকী তারা এমন কাউকে জানে না যে তাঁকে জানে। প্রার্থনা করুন যারা এখনও যীশুর কথা শোনেনি তারা যেন সুযোগ পায়। "আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর" (লূক ১৬:১৫)।

২২।রূপান্তরণ – ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আপনি যখন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মধ্যে থাকবেন তখন আপনি গৌরব থেকে আরও অধিক গৌরবে তাঁর স্বরূপতায় রূপান্তরিত হবেন।"কিন্তু আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত করিতে করিতে তেজ হইতে তেজ পর্য্যন্ত...সেই মূর্ত্তিতে স্বরূপান্তরিত হইতেছি" (২ করি ৩:১৮)।

২৩।প্রজ্ঞা – "ধন্য সেই ব্যক্তি যে প্রজ্ঞা পায়, সেই ব্যক্তি যে বুদ্ধি লাভ করে" (হিতোপদেশ ৩:১৩)।সদাপ্রভুর ভয় থেকে প্রকৃত প্রজ্ঞা শুরু হয়। শেখা এবং গভীরভাবে চিন্তা করার আগ্রহের সঙ্গে বুদ্ধি যুক্ত থাকে। এমন একজন পুরুষ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন যে তার আবেগের দ্বারা চালিত না হয়ে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যা কিছু সত্য এবং সঠিক সেই বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করে।

২৪।সতর্কতা – "জগৎ এবং এর ধন সম্পদ প্রভু যীশুর সঙ্গে একটি প্রকৃত এবং গভীর সম্পর্কের পথে বাধা হতে পারে। মার্ক ৪:১৯ পদে যীশু সতর্ক করেছেন যে "কিন্তু সংসারের চিন্তা, ধনের মায়া ও অন্যান্য বিষয়ের অভিলাষ ভিতরে গিয়া ঐ বাক্য চাপিয়া রাখে, তাহাতে তাহা ফলহীন হয়।" – সতর্কতায় মনোযোগ দিন এবং আপনার জীবনে প্রভুকে প্রথম স্থান দিন।

২৫।প্রার্থনা – লূক ২২ অধ্যায়ে গেৎশিমানী বাগানে যীশুর নিদারুণ মৃত্যু যন্ত্রণার কথা বলা হয়েছে। ৪১ পদ অনুসারে,যখন তিনি আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন:"তিনি জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন"।–কারণ যারা আত্মাতে ভগ্নচূর্ণ ঈশ্বর সর্বদা তাদের কাছে থাকেন এবং আমাদের সব থেকে সঙ্কটপূর্ণ সময়গুলোতে তিনি আমাদের উদ্ধার করতে আসতে চান, প্রার্থনাকে প্রাধান্য দিন।

২৬।প্রভাব – একজন পিতার প্রার্থনার জীবন এবং প্রভুর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধতা তার সন্তানদের প্রভাবিত করে। ইসহাক তাঁর পিতা অব্রাহামকে বিশ্বাস করেছিলেন যখন তিনি তাঁকে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে বলেছিলেন এমনকী যখন তা তার বিরুদ্ধে ছিল।"বৎস, ঈশ্বর আপনি হোমের জন্য মেষ শাবক যোগাইবেন" (আদি ২২:৮)।– হে প্রভু, আমাকে এমন একজন পুরুষ কর, যার প্রভাব তোমাতে তাঁর সন্তানদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে!

২৭।উপলব্ধি – প্রত্যেক ব্যক্তি একটি সুখী পরিবার চান। ১২৮ এর গীতে বর্ণনা করা হয়েছে কীভাবে এটা ঘটতে পারে। "ধন্য সেই জন, যে কেহ সদাপ্রভুকে ভয়

করে"...তার সমস্ত কাজ সফল হবে, তার বিবাহ সুখের হবে এবং তার সন্তানরা নিরাপদ পরিবেশের মধ্যে বড় হবে।–হে পিতা, আমরা পুরুষদের হয়ে প্রার্থনা করি, যে তারা যেন তাদের পরিবারগুলিতে তোমার আশীর্ব্বাদ লাভ করতে পারে।

২৮।আশা – "সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ, তাঁহার আকাঙ্ক্ষীদের পক্ষে, তাঁহার অন্বেষী প্রাণের পক্ষে" (বিলাপ ৩:২৫)। একটি গবেষণায় দেখা যায় যে আত্মহত্যাকারী প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৮ জনই পুরুষ। প্রধান কারণটি হচ্ছে হতাশা। - প্রভু যীশু, খ্রীষ্টীয় পুরুষ হিসাবে আমরা যেন আশা আনতে পারি যা এই অস্থির পৃথিবীকে তুমি দিতে পারো!

২৯। শিক্ষাদান – "যে দণ্ড না দেয়, সে পুত্রকে দ্বেষ করে; কিন্তু যে তাহাকে প্রেম করে, সে সযত্নে শাস্তি দেয়" (হিতোপদেশ ১৩:২৪)।সমাজ পরিবারে শাসন আনার জন্য বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করে। - আপনার সন্তানদের শিক্ষায় আপনাকে পথ দেখানোর জন্য পবিত্র শাস্ত্রের প্রতি অনুরক্ত হন এবং আপনার সন্তানদের ভালোবাসুন।

যোগাযোগের জন্য: ট্রান্স ওয়ার্ল্ড রেডিও ইণ্ডিয়া, পোস্ট ব্যাগ নং -১, পোস্টঃ জোকা কোলকাতা ৭০০১০৪, ফোন ০০৩-২৪৩৮-০০৪৫, মোবাইল: ৯৪৩৩৪৯৭২৩৫।
You tube : TWR India Bengali

ওয়েব সাইটঃ www.twr.in

আজকের চিন্তার জন্যঃ ৮৩৩৭০১২৪৩৩ নম্বরে ওয়াটস্ আপ্ করুন।